কে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি হয়েছে... নারী নাকি পুরুষ, নাকি উভয়েই?

নারী ও পুরুষ উভয়েই ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে তৈরি। ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্ট হলেও মানুষ স্বর্গীয় নয়। যাই হোক , ঈশ্বর আমাদের স্রষ্টার ছাপ দিয়ে তৈরি করেছেন। প্রতিটি মানুষেরই সহজাত মূল্য রয়েছে- সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত উপহার। আমরা এই মূল্য আয় করি নি বা পাওয়ার যোগ্যও নই। ঈশ্বর ছেলে বা মেয়ের জন্ম হওয়া অব্দি অপেকক্ষা করেন না তাঁর প্রতিমূর্তির ছাপ দিতে। ঈশ্বরের চিত্র প্রতিটি শিশুর মধ্যে গভীরভাবে গাঁথা রয়েছে, এই ধারণা আসার শুরু থেকেই রয়েছে। আদি ১:২৭ পদে বলে,

মূল শব্দ

imago Dei

ঈশ্বরের প্রতিমূর্তির লাতিন শব্দ

"পরে ঈশ্বর আপনার প্রতিমূর্তিতে মনুষ্যকে সৃষ্টি করিলেন, ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতেই তাহাকে সৃষ্টি করিলেন, পুরুষ ও স্ত্রী করিয়া তাহাদিগকে সৃষ্টি করিলেন।"

সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ!

ঈশ্বরের কৃত সৃষ্টি প্রক্রিয়ার চরম পর্যায় ছিল মানুষ সৃষ্টির ঘটনা। আদি ১:২৬ পদে ঈশ্বর বলেন, আইস আমরা আমাদের প্রতিমূর্তিতে, আমাদের সাদৃশ্যে মনুষ্য নির্মান করি। (*tselem = ছায়া, প্রতিমূর্তি) (demuth* = সাদৃশ্যে) । সৃষ্টির আর কোন কিছু ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি বহন করে না, শুধু মানুষ। প্রতিমূর্তি হওয়ার প্রথম ইঙ্গিত কি?.. "যেন তাহারা সব কিছুর উপরে কর্তৃত্ব করিতে পারে।" নারী ও পুরুষ উভয়েই সৃষ্টির উপর শাসন করবে- একে অপরের উপর নয়। ঈশ্বর নিজের প্রতিমূর্তি বহনকারী মানুষ দেখে খুশি হলেন এবং বললেন, "সকলই অতি উত্তম।" আদি ১:৩১

কিভাবে মানুষ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে তৈরি হয়েছে?

ঈশ্বরের কি দশটা করে হাত ও পায়ের আঙুল আছে? না! মানুষকে ঈশ্বরের মতো করে সৃষ্টি করা হয়েছে এই দিকগুলি দিয়ে, আমরা: আত্মিক, যৌক্তিক, সৃষ্টিশীল, সম্পর্ক প্রিয়, সৃষ্টির সেবাকারী; আমরা ভালবাসতে, উৎসর্গ করতে এবং নিজেদের সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম। আমরা ঈশ্বরের পক্ষে ধনাধ্যক্ষ হয়ে এই পৃথিবীকে চালাতে পারি। যেমন ঈশ্বর জানতেন সাতদিনের দিন সৃষ্টি থামাতে হবে, নারী ও পুরুষও থামা, বিশ্রাম নেয়া ও সংবরণ করার উপর নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

মানুষের ভালো গুণাবলি গুলির উৎস ঈশ্বর।

দুই লিঙ্গের মানুষই এমন কাজ বা বৈশিষ্ট্য বহণ করে যা ঈশ্বরের নিজের চরিত্রকে প্রতিফলিত করে। ঈশ্বর যত্ন নেন, সুরক্ষা দেন, প্রয়োজন পূরণ করেন এবং ভালোবাসেন। পুরুষেরা যত্ন নেয়া, সুরক্ষা দেয়া, প্রয়োজন পূরন, ভালোবাসা পারে এবং তাদের পারা উচিত। একইভাবে নারীরাও যত্ন নেয়া, সুরক্ষা দেয়া, প্রয়োজন পূরন, ভালোবাসা পারে এবং তাদের পারা উচিত। যখন আমরা দেখি একজন বাবা ভালবাসার সাথে তার বাচ্চার ডায়াপার পাল্টে দিচ্ছে বা মা তার সন্তানকে কোলে দোল দিচ্ছে , তখন আমরা ঈশ্বরের যত্নের একটি ঝলক দেখতে পাই। আবার যখন আমরা দেখি একজন বাবা তার সন্তানকে রক্ষা করতে জলে ঝাঁপ দিচ্ছে অথবা মা তার সন্তানকে হাত ধরে রাস্তা পার করছে তখন আমরা ঈশ্বরের সুরক্ষা প্রদানের চিত্রের একাংশ দেখি।

আদিপুস্তক ৫:১-২ পদেও মানুষের উৎসের কথা বলা হয়েছে:

"যেই দিন ঈশ্বর মনুষ্যের সৃষ্টি করিলেন, সেই দিনে ঈশ্বরের সাদৃশ্যেই তাঁহাকে সৃষ্টি করিলেন। পুরুষ ও স্ত্রী করিয়া তাহাদিগকে সৃষ্টি করিলেন, এবং সেই সৃষ্টিদিনে তাঁহাদিগকে আশীর্বাদ করিয়া আদম, এই নাম দিলেন।"

মূল শব্দ

אדם

আদম- মানবজাতি, মনুষ্যকূল

এই পদে, প্রথম পুরুষের নাম আদম নয়। আদম নারী পুরুষ দুই জনের যৌথ পরিচয়। তারা একত্রে মানুষ জাতির সদস্য, উভয়েই ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি।

উপসংহার

ঈশ্বর নারী পুরুষ উভয়কেই তার প্রতিমূর্তিতে তৈরি করেছেন। সেই কাণে আমরা উভয়কেই ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি বহণকারী হিসেবে সম্মান করা উচিত ও মূল্য দেয়া উচিত। ঈশ্বর চান তাঁর লোকেরা সকল লোকের মূল্য বুঝতে পারুক। আমরা যখন এটি করি তখন আমরা ঈশ্বরকে সম্মান দেই!

৪ টি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১.এই পৃষ্ঠাটি **ঈশ্বর** সম্পর্কে আমাদেরকে কি শেখায়?

২.**জাতি বা লোক** সম্পর্কে কি শিক্ষা দেয়?

৩.আমি কোন আদেশটি **পালন** করবো?

৪. আমি এটি কার কাছে **বলতে** পারি?